গঠনতন্ত্র

বিশ্ব হিন্দু মহাসভা

Vishwa Hindu Mahasabha

(VHM Bangladesh)

অধ্যায়-১

নাম, পরিচয় ও কার্যালয়

ধারা-১ : নাম

১. সংগঠনের নাম: বিশ্ব হিন্দু মহাসভা
২. ইংরেজি নাম: Vishwa Hindu Mahasabha
৩. সংক্ষিপ্ত নাম: VHM Bangladesh

ধারা-২ : প্রকৃতি

সংগঠনটি একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সেবামূলক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সংগঠন।

ধারা-৩ : নিবন্ধিত কার্যালয়

সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে স্থাপিত হবে। প্রয়োজনে বিভাগ, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানা পর্যায়ে শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাবে।

ধারা-৪ : সিলমোহর ও লোগো

সংগঠনের নিজস্ব সিলমোহর থাকবে, যা জাতীয় কমিটির অনুমোদনক্রমে ব্যবহার করা হবে।

সংগঠনের লোগো

১। বিশ্ব হিন্দু মহাসভা (VHM Bangladesh)-এর একটি নির্ধারিত সাংগঠনিক লোগো থাকবে।

২। জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত লোগো সংগঠনের সকল সরকারি, সাংগঠনিক ও প্রচারমূলক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে।

৩। জাতীয় কমিটির অনুমোদন ব্যতীত লোগোর নকশা, রং বা প্রতীক পরিবর্তন করা যাবে না।

৪। সংগঠনের স্বার্থবিরোধী বা অনুমোদনবিহীন কাজে লোগো ব্যবহার করা যাবে না।

সংগঠনের মূলমন্ত্র হবে—

“জ্ঞান আমাদের শক্তি, ঐক্য আমাদের ভিত্তি, সেবা আমাদের ধর্ম এবং মানবতা আমাদের পরিচয়।”

অধ্যায়-২

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ধারা-৫ : সংগঠনের লক্ষ্য (Goals)

বিশ্ব হিন্দু মহাসভা (VHM Bangladesh)-এর প্রধান লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের সনাতনী সমাজের মধ্যে শিক্ষা, ঐক্য, মানবসেবা, নৈতিক মূল্যবোধ, সাংস্কৃতিক চেতনা, সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং নেতৃত্বের বিকাশের মাধ্যমে একটি আত্মমর্যাদাশীল, সচেতন, দক্ষ, মানবিক ও সংগঠিত সমাজ গঠন করা।

সংগঠন নিম্নোক্ত দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনে কাজ করবে—

১. সনাতনী সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।
২. শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজকে ক্ষমতায়ন করা।
৩. যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ ও নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করা।
৪. মানবসেবা ও সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখা।
৫. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সামাজিক সম্প্রীতি সংরক্ষণ ও বিকাশ করা।
৬. প্রযুক্তি, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা।
৭. দেশব্যাপী একটি কার্যকর, সহযোগিতামূলক ও ইতিবাচক সামাজিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা।
৮. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সনাতনী সমাজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ইতিবাচক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
৯. মানবাধিকার, ন্যায়বিচার, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
১০. আইন, সংবিধান ও শান্তিপূর্ণ সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে অবদান রাখা।
১১. পরিবেশ সংরক্ষণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।
১২. একটি সুসংগঠিত, শিক্ষিত, দক্ষ ও আত্মবিশ্বাসী সমাজ গঠন করা, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

ধারা-৬ : সংগঠনের উদ্দেশ্য (Objectives)

উপরোক্ত লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সংগঠন নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে—

ক. শিক্ষা ও জ্ঞান উন্নয়ন

১. শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা সহায়তা, বৃত্তি ও পরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা।
২. দক্ষতা উন্নয়ন, ক্যারিয়ার গাইডলাইন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান।
৩. অনলাইন ও অফলাইন শিক্ষামূলক সেমিনার, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন।

৪. তথ্যপ্রযুক্তি, ভাষা শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।
৫. গবেষণা, প্রকাশনা ও জ্ঞান বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা।

খ. যুব ও ছাত্র উন্নয়ন

১. যুব নেতৃত্ব বিকাশ কর্মসূচি পরিচালনা।
২. ছাত্র ও তরুণদের নৈতিক, সামাজিক ও সাংগঠনিক নেতৃত্বে সম্পৃক্ত করা।
৩. স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪. যুবদের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।
৫. ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সৃজনশীল কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

গ. নারী উন্নয়ন ও নেতৃত্ব

১. নারীর শিক্ষা, দক্ষতা ও আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধিতে কাজ করা।
২. নারী নেতৃত্ব বিকাশে প্রশিক্ষণ ও অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
৩. নারী ও শিশু কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা।
৪. সামাজিক সচেতনতা ও নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মসূচি পরিচালনা।

ঘ. স্বাস্থ্য ও মানবসেবা

১. ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প ও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা।
২. রক্তদান কর্মসূচি ও রক্তদাতা নেটওয়ার্ক গঠন।
৩. স্বাস্থ্য সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা।
৪. অসহায়, দরিদ্র ও দুর্যোগপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।
৫. জরুরি ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা।

ঙ. সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

১. সনাতনী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে কাজ করা।
২. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও উৎসব আয়োজন।
৩. পরিবারভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি।
৪. সামাজিক সম্প্রীতি, পারস্পরিক সম্মান ও সহাবস্থান উন্নয়নে কাজ করা।

চ. ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা

১. সনাতন ধর্মের দর্শন, মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
২. ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক আলোচনা, পাঠচক্র ও প্রশিক্ষণের আয়োজন।
৩. ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণা ও প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনা।

ছ. তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল উন্নয়ন

১. তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা ও ডিজিটাল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা।
২. ডিজিটাল সাক্ষরতা ও সাইবার সচেতনতা বৃদ্ধি।
৩. প্রযুক্তিনির্ভর সংগঠন ব্যবস্থাপনা ও তথ্যভান্ডার গঠন।
৪. অনলাইন শিক্ষা ও যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

জ. মানবাধিকার ও সামাজিক সচেতনতা

১. মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার ও আইনি সচেতনতা বৃদ্ধি।
২. আইনগত সহায়তা ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা।
৩. সামাজিক অন্যায়, বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।

ঝ. মাদকবিরোধী কার্যক্রম

১. মাদকবিরোধী প্রচারণা ও সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা।
২. যুবসমাজকে মাদকমুক্ত ও সুস্থ জীবনযাপনে উদ্‌বুদ্ধ করা।
৩. পরিবার ও সমাজভিত্তিক মাদক প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা।

ঞ. পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

১. বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা।
২. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি।
৩. দুর্যোগকালীন ত্রাণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

ট. নেটওয়ার্কিং ও আন্তর্জাতিক সমন্বয়

১. দেশব্যাপী ইতিবাচক ও সহযোগিতামূলক সামাজিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
২. দেশ-বিদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সংগঠনের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।
৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি।
৪. বৈশ্বিক সনাতনী সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।

ঠ. সাংগঠনিক উন্নয়ন

১. দেশব্যাপী সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণ।
২. প্রশিক্ষিত ও দক্ষ নেতৃত্ব তৈরি।
৩. স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশাসন নিশ্চিত করা।
৪. আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

ড. আইন ও সংবিধান অনুসরণ

১. বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন মেনে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২. শান্তিপূর্ণ, মানবিক ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকা।
৩. সামাজিক সম্প্রীতি, জাতীয় ঐক্য ও পারস্পরিক সম্মান বজায় রাখা।

মূলনীতি

১. আইনানুগতা
২. মানবতা
৩. সেবা
৪. জবাবদিহিতা
৫. স্বচ্ছতা
৬. অসাম্প্রদায়িক সহাবস্থান
৭. সামাজিক সম্প্রীতি

অধ্যায়-৩

সদস্যপদ

ধারা-৭ : সদস্যের শ্রেণিবিভাগ

১. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
২. সাধারণ সদস্য
৩. আজীবন সদস্য
৪. সম্মানিত সদস্য
৫. উপদেষ্টা সদস্য

ধারা-৮ : সদস্য হওয়ার যোগ্যতা

১. ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী হতে হবে।
২. সংগঠনের উদ্দেশ্য ও গঠনতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
৩. কোনো রাষ্ট্রবিরোধী বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা যাবে না।

ধারা-৯ : সদস্যপদ বাতিল

নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল করা যাবে—

- সংগঠনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা।
- রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ।
- উস্কানিমূলক ও বেআইনি কর্মকাণ্ড।

- দুর্নীতি বা অর্থ আত্মসাৎ।
- গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন।

অধ্যায়-৪

সাংগঠনিক কাঠামো

ধারা-১০

সংগঠনের স্তরসমূহ—

১. আন্তর্জাতিক সমন্বয়
২. জাতীয় কমিটি
৩. বিভাগীয় কমিটি
৪. জেলা কমিটি
৫. মহানগর কমিটি
৬. উপজেলা কমিটি
৭. থানা কমিটি

অধ্যায়-৫

স্থায়ী কমিটি

ধারা-১১

সংগঠনের ৭ সদস্য বিশিষ্ট স্থায়ী কমিটি থাকবে—

১. দেশ প্রধান
২. সভাপতি
৩. সাধারণ সম্পাদক
৪. সাংগঠনিক সম্পাদক
৫. অর্থ সম্পাদক
৬. দপ্তর সম্পাদক
৭. আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক

স্থায়ী কমিটি জরুরি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

অধ্যায়-৬

জাতীয় কমিটি

ধারা-১২ : জাতীয় কমিটির গঠন

১। সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষ হিসেবে একটি জাতীয় কমিটি থাকবে।

২। জাতীয় কমিটি সর্বনিম্ন ১৫ (পনের) এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) সদস্য বিশিষ্ট হবে। প্রয়োজনবোধে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাবে।

৩। জাতীয় কমিটি সংগঠনের নীতি নির্ধারণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা, সাংগঠনিক সম্প্রসারণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে।

৪। জাতীয় কমিটি নিম্নলিখিত পদসমূহ নিয়ে গঠিত হবে—

১. দেশ প্রধান – ১ জন
২. সভাপতি – ১ জন
৩. সহ-সভাপতি – ১-৪ জন
৪. সাধারণ সম্পাদক – ১ জন
৫. সহ-সাধারণ সম্পাদক – ১-৪ জন
৬. সাংগঠনিক সম্পাদক – ১ জন
৭. সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক – ১-৪ জন
৮. অর্থ সম্পাদক – ১ জন
৯. সহ-অর্থ সম্পাদক – ১-২ জন
১০. দপ্তর সম্পাদক – ১ জন
১১. প্রচার ও গণযোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক – ১ জন
১২. তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক – ১ জন
১৩. নারী বিষয়ক সম্পাদক – ১ জন
১৪. ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক – ১ জন
১৫. ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক – ১ জন
১৬. সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক – ১ জন
১৭. আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক – ১ জন
১৮. শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক – ১ জন
১৯. কার্যকরী সদস্য – ৭-১০ জন

৫। জাতীয় কমিটির প্রয়োজনে বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য অতিরিক্ত উপ-কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ, টাস্কফোর্স অথবা বিশেষায়িত সেল গঠন করা যাবে।

৬। জাতীয় কমিটিতে যুব, ছাত্র ও নারী সদস্যদের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

ধারা-১৩ : জাতীয় কমিটির মেয়াদ

১। জাতীয় কমিটির কার্যকাল ৫ (পাঁচ) বছর হবে।

২। নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে নতুন কমিটি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩। বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং সংগঠনের স্বার্থে জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্তক্রমে বিদ্যমান কমিটি সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে পারবে, তবে নতুন কমিটি গঠনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪। কোনো পদাধিকারী পদত্যাগ, মৃত্যু, অক্ষমতা অথবা অপসারণের ফলে পদ শূন্য হলে জাতীয় কমিটি অন্তর্বর্তীকালীনভাবে উক্ত পদে নতুন ব্যক্তি মনোনীত করতে পারবে।

৫। জাতীয় কমিটির কার্যক্রম দীর্ঘ সময় অকার্যকর, নিষ্ক্রিয় অথবা সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী প্রমাণিত হলে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পুনর্গঠন করা যাবে।

৬। জাতীয় কমিটির সকল সদস্য সংগঠনের গঠনতন্ত্র, নীতিমালা, সিদ্ধান্ত এবং শৃঙ্খলা বিধি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৭। জাতীয় কমিটি সংগঠনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, বাজেট, সাংগঠনিক সম্প্রসারণ, আর্থিক তদারকি এবং সার্বিক উন্নয়নের জন্য দায়ী থাকবে।

অধ্যায়-৭

স্থানীয় কমিটি

ধারা-১৪

বিভাগ, জেলা, মহানগর, উপজেলা ও থানা কমিটি ১৫-২৫ সদস্য বিশিষ্ট হবে।

দেশ প্রধান পদ ব্যতীত জাতীয় কমিটির অনুরূপ কাঠামো অনুসরণ করবে।

ধারা-১৫

স্থানীয় কমিটির মেয়াদ ৩ বছর।

অধ্যায়-৮

কমিটি অনুমোদন

ধারা-১৬

নতুন কমিটির সুপারিশ করবেন—

১. সভাপতি
২. সাধারণ সম্পাদক
৩. সাংগঠনিক সম্পাদক

চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবেন দেশ প্রধান।

ধারা-১৭

দেশ প্রধান সংগঠনের যে কোনো কমিটি পরিদর্শন, পুনর্গঠন বা অনুমোদন করতে পারবেন।

অধ্যায়-৯

সভা

ধারা-১৮ : মাসিক সাধারণ সভা (AGM)

প্রতি মাসে অন্তত একবার অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা-১৯ : বিশেষ সাধারণ সভা (EGM)

প্রয়োজনবোধে দেশপ্রধান/ সভাপতি অথবা জাতীয় কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের আবেদনে আহ্বান করা যাবে।

ধারা-২০ : কোরাম

জাতীয় কমিটির সভার জন্য মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ উপস্থিতি কোরাম হিসেবে গণ্য হবে।

অধ্যায়-১০

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

ধারা-২১

সংগঠনের আয়ের উৎস—

১. সদস্য ফি
২. অনুদান
৩. দান
৪. বৈধ প্রকল্প সহায়তা
৫. প্রশিক্ষণ ও প্রকাশনা কার্যক্রম

ধারা-২২

সংগঠনের নামে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

ধারা-২৩

সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে (যে কোনো দুইজনের স্বাক্ষরে)।

ধারা-২৪

প্রতি অর্থবছরে হিসাব নিরীক্ষা (Audit) বাধ্যতামূলক।

অধ্যায়-১১

আচরণবিধি

ধারা-২৫

কোনো সদস্য—

- রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ
- উগ্রবাদী প্রচারণা
- সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

- সহিংসতা
- সংগঠনের নামে অবৈধ অর্থ সংগ্রহ

করতে পারবেন না।

অধ্যায়-১২

শৃঙ্খলা

ধারা-২৬

অভিযোগ তদন্তের জন্য ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা যাবে।

ধারা-২৭

তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সতর্কীকরণ, সাময়িক বহিষ্কার অথবা স্থায়ী বহিষ্কার করা যাবে।

অধ্যায়-১৩

গঠনতন্ত্র সংশোধন

ধারা-২৮

জাতীয় কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে সংশোধনী গৃহীত হবে।

ধারা-২৯

সংশোধনী কার্যকর হওয়ার পূর্বে দেশ প্রধানের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

অধ্যায়-১৪

বিলুপ্তি

ধারা-৩০

সংগঠন বিলুপ্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন হবে।

ধারা-৩১

বিলুপ্তির পর সংগঠনের সম্পদ ও তহবিল আইন অনুযায়ী সমাজকল্যাণমূলক কাজে হস্তান্তর করা হবে।

অধ্যায়-১৫

জাতীয় কমিটির পদাধিকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ধারা-৩২ : দেশ প্রধান

১। দেশ প্রধান সংগঠনের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ও তদারকি কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
২। সংগঠনের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।
৩। জাতীয় কমিটি, বিভাগীয় কমিটি, জেলা কমিটি, মহানগর কমিটি, উপজেলা কমিটি ও থানা কমিটির সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করবেন।
৪। সংগঠনের সকল স্তরের কমিটি গঠন, অনুমোদন, পুনর্গঠন বা বিলুপ্তির বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করতে পারবেন, তবে তা গঠনতন্ত্র ও সাংগঠনিক নীতিমালার আলোকে হতে হবে।
৫। সংগঠনের নীতিগত, সাংগঠনিক ও কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।
৬। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সংগঠনের প্রধান প্রতিনিধি ও সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
৭। জাতীয় কমিটির গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত সিদ্ধান্ত, সংশোধনী বা সাংগঠনিক পরিবর্তনের বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করবেন।
৮। জরুরি পরিস্থিতিতে সংগঠনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় অন্তর্বর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন, যা পরবর্তী জাতীয় কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করতে হবে।
৯। সংগঠনের শৃঙ্খলা, ভাবমূর্তি, ঐক্য ও সাংগঠনিক স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবেন।
১০। সংগঠনের সকল পর্যায়ের পদাধিকারীগণ দেশ প্রধানকে সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত রাখতে বাধ্য থাকবেন।

ধারা-৩৩ : সভাপতি

১। সভাপতি সংগঠনের প্রধান সাংগঠনিক অভিভাবক ও জাতীয় কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
২। সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন।

৩। জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের সার্বিক তদারকি করবেন।
৪। সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য সম্পাদকবৃন্দের কার্যক্রম সমন্বয় ও পর্যবেক্ষণ করবেন।
৫। সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেতৃত্ব প্রদান করবেন।
৬। দেশ প্রধানের নির্দেশনা ও জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা করবেন।
৭। সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিতে প্রতিনিধিত্ব করবেন।
৮। প্রয়োজনে জাতীয় কমিটির সভা আহ্বানের জন্য সাধারণ সম্পাদককে নির্দেশ প্রদান করতে পারবেন।
৯। সংগঠনের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক সমস্যার সমাধানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করবেন।
১০। সভাপতির অনুপস্থিতিতে মনোনীত সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
১১। সংগঠনের ভাবমূর্তি, ঐক্য, শৃঙ্খলা ও কার্যকারিতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করবেন।

ধারা-৩৪ : সহ-সভাপতি

১। সভাপতিকে সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।
২। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।
৩। নির্ধারিত বিভাগ বা প্রকল্প তদারকি করবেন।
৪। সাংগঠনিক সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখবেন।

ধারা-৩৫ : সাধারণ সম্পাদক

১। সংগঠনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
২। সকল সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।
৩। সভা আহ্বান ও কার্যবিবরণী বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।
৪। সংগঠনের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৫। সকল শাখা কমিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
৬। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি করবেন।

ধারা-৩৬ : সহ-সাধারণ সম্পাদক

১। সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।
২। অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।
৩। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৩৭ : সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সাংগঠনিক সম্প্রসারণের প্রধান দায়িত্ব পালন করবেন।
২। নতুন কমিটি গঠন ও সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৩। মাঠপর্যায়ের সাংগঠনিক কার্যক্রম তদারকি করবেন।
৪। সাংগঠনিক রিপোর্ট সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করবেন।

ধারা-৩৮ : সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক

১। সাংগঠনিক সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।
২। নির্ধারিত এলাকা বা ইউনিটের সাংগঠনিক কার্যক্রম তদারকি করবেন।
৩। সদস্য সংগ্রহ ও কমিটি গঠনে সহায়তা করবেন।

ধারা-৩৯ : অর্থ সম্পাদক

১। সংগঠনের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন।
২। বাজেট প্রণয়ন করবেন।
৩। আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।
৪। ব্যাংক হিসাব পরিচালনা তদারকি করবেন।
৫। অডিট কার্যক্রমে সহযোগিতা করবেন।

ধারা-৪০ : সহ-অর্থ সম্পাদক

১। অর্থ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন।
২। হিসাব সংরক্ষণে সহায়তা করবেন।
৩। অর্থ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-৪১ : দপ্তর সম্পাদক

১। সংগঠনের সকল নথিপত্র সংরক্ষণ করবেন।
২। অফিস ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করবেন।
৩। সভার নোটিশ ও দাপ্তরিক চিঠিপত্র প্রস্তুত করবেন।
৪। সদস্য তথ্যভান্ডার সংরক্ষণ করবেন।

ধারা-৪২ : প্রচার ও গণযোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক

১। প্রচার ও জনসংযোগ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
২। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করবেন।
৩। গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
৪। সাংগঠনিক কার্যক্রম প্রচার করবেন।

ধারা-৪৩ : তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক

১। সংগঠনের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করবেন।
২। ওয়েবসাইট, ডাটাবেইস ও অনলাইন যোগাযোগ ব্যবস্থা তদারকি করবেন।
৩। তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৪। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ করবেন।

ধারা-৪৪ : নারী বিষয়ক সম্পাদক

১। নারী সদস্যদের সংগঠিত করবেন।
২। নারী নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৩। নারী ও শিশু কল্যাণমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন।
৪। নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করবেন।

ধারা-৪৫: ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক

১। ছাত্র ও যুব সদস্যদের সংগঠিত করবেন।
২। নেতৃত্ব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন।
৩। ছাত্র-যুব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।
৪। স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ক গঠন করবেন।

ধারা-৪৬ : ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক

১। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কার্যক্রম সমন্বয় করবেন।
২। ধর্মীয় আলোচনা, পাঠচক্র ও সেমিনার আয়োজন করবেন।
৩। ধর্মীয় মূল্যবোধভিত্তিক সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন।
৪। ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান সমন্বয় করবেন।

ধারা-৪৭: সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক

১। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করবেন।
২। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৩। সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পচর্চা উৎসাহিত করবেন।
৪। সাংস্কৃতিক দল ও কর্মসূচি পরিচালনা করবেন।

ধারা-৪৮ : আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক

১। আইনগত বিষয়সমূহে পরামর্শ প্রদান করবেন।
২। মানবাধিকার সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৩। আইনি সহায়তা ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম সমন্বয় করবেন।
৪। সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বিষয়ক তদন্তে সহায়তা করবেন।

ধারা-৪৯ : শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক

১। শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
২। শিক্ষাবৃত্তি ও শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি সমন্বয় করবেন।
৩। গবেষণা প্রকাশনা ও জ্ঞানভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
৪। দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।

ধারা-৫০ : কার্যকরী সদস্য

১। জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।
২। সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন।
৩। নির্ধারিত দায়িত্ব ও প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজ করবেন।
৪। সদস্য সংগ্রহ, জনসংযোগ ও প্রচারণায় ভূমিকা পালন করবেন।
৫। সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবেন।

অধ্যায়-১৬

চূড়ান্ত বিধান

ধারা-৫১

সংগঠন বাংলাদেশের সংবিধান, প্রচলিত আইন, জনশৃঙ্খলা, সামাজিক সম্প্রীতি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।

ধারা-৫২

এই গঠনতন্ত্রের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাতীয় কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মূলমন্ত্র

“জ্ঞান আমাদের শক্তি, ঐক্য আমাদের ভিত্তি, সেবা আমাদের ধর্ম এবং মানবতা আমাদের পরিচয়।”